

মহীহ আল বুখারী

১ম খণ্ড

صحيح البخاری

মজলদ ১

অধ্যায়-৩
كِتَابُ الْعِلْمِ
(জ্ঞানের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ : জ্ঞানের মর্যাদা ।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“তোমাদের ভেতর থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেশ খবর রাখেন।”^১

আল্লাহ আরো বলেন :

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا -

“আর বলো, প্রভু আমার! তুমি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।”^২

২. অনুচ্ছেদ : কেউ কোনো ব্যক্তিকে তার কথাবার্তায় মগ্ন থাকা অবস্থায় জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করলে উক্ত কথা শেষ করে প্রশ্নকারীকে তার জবাব দান করা ।

৫৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ اِعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكِرَهُ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ آيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَإِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ كَيْفَ أَضَاعَتْهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ -

৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী স. এক মজলিসে বসে লোকদেরকে কিছু বলছিলেন। এমন সময় জনৈক বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করলো, ‘কিয়ামত কখন হবে?’ রসূলুল্লাহ স. তাঁর কথা বলতে থাকলেন। এতে কেউ কেউ বললো, ‘তিনি লোকটির কথা শুনেছেন, কিন্তু তা তাঁর ভালো লাগেনি।’ কেউ কেউ বললো, ‘না; তিনি শুনেনি।’ অবশেষে তিনি তাঁর কথা শেষ করে বললেন : কোথায়? রাবী বলেন, আমার

১. সূরা আল মুজাদালা। ২. সূরা ত্ব-হা।

মনে হয় তিনি বলেছেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বললো, ‘এই যে আমি হে আল্লাহর রসূল।’ তিনি বললেন, ‘আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।’ সে জিজ্ঞেস করলো, ‘আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে?’ তিনি বললেন, ‘কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর।’

৩. অনুচ্ছেদ : উচ্চস্বরে জ্ঞানের কথা বলা।

৫৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَذْرَكُنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -

৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে নবী স. পিছনে পড়লেন। আমরা নামায পড়তে দেবী করে ফেলেছিলাম এবং আমরা অযু করছিলাম, আর (তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে) পা উপরে উপরে ধুয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদের কাছে এসে উচ্চস্বরে দু’ তিনবার বললেন, এ গোড়ালিগুলোর জন্য আগুনের শাস্তি রয়েছে।

৪. অনুচ্ছেদ : حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا - হুমাইদী বলেন, ইবনে উয়ায়নার মতে উক্ত তিনটি শব্দের সাথে আরবী শব্দটিও সমার্থবোধক।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [রসূলুল্লাহ স. আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি সত্যবাদী ও সত্য স্বীকৃত।] শকীক রা.-এর বর্ণনানুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [নবী স.-এর নিকট একরূপ কথা আমি শুনেছি।] হুমাইদী বলেন, حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ -

[রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দুটি হাদীস বলেছেন।] আবুল আলিয়া রা.-এর বর্ণনানুযায়ী ইবনে আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ স. থেকে বলেন, يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ (তিনি তাঁর রব আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন।) আনাস রা. বলেন,

يُرَوِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ -

[নবী স. তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন।] আবু হুরাইরা রা. বলেন,

يُرَوِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَبِّكُمْ -

[নবী স. তোমাদের প্রভু থেকে বর্ণনা করেন।]°

৩. ইমাম বুখারী র. এখানে উল্লেখিত উক্তি দ্বারা বুঝাতে চান যে, হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবীগণ কোনো সময় حَدَّثَنَا (আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন) কোনো সময় أَخْبَرَنَا (আমাদেরকে তিনি খবর দিয়েছেন) এবং কোনো সময় أَنْبَأَنَا (আমাদেরকে তিনি জানিয়েছেন) বলেছেন। আবার কোনো সময় سَمِعْتُ (আমি শুনেছি) বলেছেন। কিন্তু এসব শব্দই তাঁদের ব্যবহারে একই অর্থবোধক ছিল। عَنْ বলে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাক্ষাত হওয়ার অর্থ বুঝানো হয়েছে। এছাড়া, সাহাবী বলুন আর নাই বলুন, নবী স.-এর বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ থেকে হয়েছে বলে বুঝানো হয়েছে।

৫৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ

৫৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। সেটা হচ্ছে মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বলতো, সেটা কি ? তখন সাহাবীগণ বনের গাছপালার চিন্তায় পড়লেন। আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমার মনে হলো সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি তো বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। অবশেষে সাহাবীগণ বললেন, হে আব্দুল্লাহর রসূল ! আপনিই বলে দিন, সেটা কি গাছ ? তিনি বললেন, ‘সেটা খেজুর গাছ।’

৫. অনুচ্ছেদ : ইসলামী নেতার কোনো বিষয় সম্পর্কে তার সাথীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিষয়টি তাদের নিকট পেশ করা।

৬০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هِيَ ، قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ.

৬০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। সেটা হচ্ছে মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বলতো, সেটা কি ? তখন সাহাবীগণ বনের গাছপালার চিন্তায় পড়লেন। আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমার মনে হলো সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। অবশেষে সাহাবীগণ বললেন, হে আব্দুল্লাহর রসূল ! আপনিই বলে দিন, সেটা কি গাছ। তিনি বললেন, ‘সেটা খেজুর গাছ।’

৬. অনুচ্ছেদ : মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা এবং পেশ করা।

হাসান বসরী, সুফিয়ান সওরী ও ইমাম মালেক র.-এর মতে মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা জায়েয। কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি কোনো আলেমের নিকট হাদীস পাঠ করার ব্যাপারে যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি এই :

যিমাম ইবনে সা'লাবা নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমাদেরকে নামায আদায় করতে হবে এমন হুকুম আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন কি ?’ রসূলুল্লাহ স. বললেন, ‘হ্যাঁ’। ইমাম হুমাইদী বলেন, এটি নবী স.-এর নিকট হাদীস পাঠের একটি ঘটনা।

যিমাম তাঁর গোত্রীয় লোকদেরকে এ খবর দিলে তারা তা অনুমোদন করলেন। ইমাম মালেক র. তাঁর মতের পক্ষে লিখিত এমন কোনো কিছুকে দলীলরূপে পেশ করেন যা লোকদের নিকট পড়লে তারা বলে, অমুক ব্যক্তি আমাদেরকে সাক্ষী বানিয়েছে ; আর তা শিক্ষকের নিকট পড়লে শিক্ষার্থী বলে, অমুক ব্যক্তি আমাকে পড়িয়ে দিয়েছে।’

৬১. عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالَمِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدَّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْعَالَمِ وَقِرَاءَةُ سُوءٌ .

৬১. হাসান বসরী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমের নিকট হাদীস পাঠ করায় কোনো দোষ নেই। সুফিয়ান সওরী র. বলেন, মুহাদ্দিসের নিকট কেউ হাদীস পাঠ করলে সে حدثني বললে কোনো দোষ হয় না। (অর্থাৎ সে একথা বলতে পারে যে, অমুক আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।) উবাইদুল্লাহ ইবনে মুসা বলেন, আমি আবু আসিম যিহাক ইবনে মুখাল্লিদকে মালেক ও সুফিয়ানের বরাত দিয়ে বলতে শুনেছি, ‘আলেমের নিকট হাদীস পাঠ করা এবং স্বয়ং আলেমের হাদীস পাঠ করা উভয়ই সমান কথা।’

৬২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَكِيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ ، فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الْأَيْبُخُ الْمُتَكِيُّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمُشَدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَاكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَانَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فَقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَأَيْ مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا

৬২. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেছেন : আমরা নবী স.-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম এমন সময় একটি লোক উটে চড়ে এলো। সে উটটিকে মসজিদ (প্রাঙ্গণে) বসিয়ে তার হাঁটু বাঁধল। এরপর সে জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমাদের মধ্যে কে মুহাম্মাদ?’ তখন নবী স. সাহাবীদের মধ্যে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমরা বললাম, ‘এই যে হেলান দিয়ে বসা সাদা লোকটি।’ লোকটি তাঁকে বললো, ‘হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)।’ নবী স. তাকে বললেন, ‘বল, আমি তোমার কথা শুনিছি।’ লোকটি তাঁকে বললো, ‘আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্নের ব্যাপারে আমি আপনার প্রতি কঠোর হবো। আপনি আমার সম্পর্কে কিছু মনে করবেন না।’ তিনি বললেন, ‘তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করো।’ সে বললো, ‘আমি আপনাকে আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে গোটা মানব জাতির নিকট রসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন?’ বললেন, ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বললো, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিন রাতে পাঁচবার নামায আদায় করতে হুকুম দিয়েছেন?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বললো, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে বছরের এই মাসে রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বললো, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনীদেবর কাছ থেকে এই সদকা (যাকাত) আদায় করে আমাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন?’ নবী স. বললেন, ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ এরপর লোকটি বললো, ‘আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তাতে ঈমান আনলাম। আমি আমার জাতির অন্যান্য লোকদের পক্ষ থেকে প্রেরিত। আমি যিমাম ইবনে সালাবা, সা’দ ইবনে বকর গোত্রের একজন।’

৬৩. عَنْ أَنَسٍ قَالَ نُهِنَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلِ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ إِنَّا رَسُولُكَ فَأَخْبَرْنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَتَصَبَّ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خُمُسَ صَلَوَاتٍ وَزَكَاةٍ فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حِجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ، إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ

فَالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ آمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

৬৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কুরআনে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই কোনো বুদ্ধিমান গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলে আমরা তা শুনে আশ্চর্যান্বিত হতাম। পরে একজন গ্রাম্য লোক এসে রসূলুল্লাহ স.-কে বললো, আপনার প্রেরিত দূত আমাদের কাছে এসে খবর দিল যে, আপনি নাকি মনে করেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, 'সে সত্যই বলেছে।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?' তিনি বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'পৃথিবী ও পাহাড় কে সৃষ্টি করেছেন?' তিনি বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'সেখানে বিভিন্ন-ভোগ্য বস্তু কে তৈরী করেছেন?' তিনি বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ।' সে বললো, 'যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করে পাহাড়গুলোকে স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু দিয়েছেন, তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ সত্যিই কি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সে বললো, 'আপনার প্রেরিত দূত বলেছে যে, আমাদের ওপর পাঁচ ওয়াস্তের নামায আদায় করা এবং আমাদের সম্পদের যাকাত দেয়া ফরয।' তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' সে বললো, 'যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে এসবের নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সে বললো, 'আপনার প্রেরিত দূত বলেছে যে আমাদের ওপর বছরে এক মাস রোযা রাখা ফরয।' তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' সে বললো, 'যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনাকে আল্লাহ কি এর হুকুম দিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সে বললো, 'আপনার প্রেরিত দূত বলেছে যে, আমাদের কারো সামর্থ্য হলে কা'বা ঘরের হজ্জ করা তার ওপর ফরয।' তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' সে বললো, 'যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সে বললো, 'যিনি আপনাকে সত্য (দীন) দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি, আমি উক্ত নির্দেশগুলোর সাথে আর কোনো কিছু বৃদ্ধি করবো না এবং কোনো কিছু কমও করবো না।' তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন : 'এ ব্যক্তি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।'

৭. অনুচ্ছেদ : শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে নিজ কিতাব দিয়ে তদনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দান এবং জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের কথা লিখে দেশে দেশে পাঠান।

এ সম্পর্কে আনাস রা. বলেছেন যে, উসমান কুরআনের কপি তৈরী করে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ ও মালেক প্রমুখগণ এরূপ করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

হেজাজের জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি (হুমাইদী) মুনাওয়ালার বৈধতার ব্যাপারে নবী স.-এর একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। একবার নবী স. কোনো যুদ্ধের সৈন্যবাহিনীর

আমীরকে একখানা পত্র লিখে দিয়েছিলেন এবং তাকে কোনো একটা বিশেষ স্থানে পৌছান পূর্বে তা পড়তে তাকে নিষেধ করেছিলেন। সে ব্যক্তি উক্ত স্থানে পৌছে পত্রখানা সমস্ত লোককে পড়ে শুনালেন এবং নবী স. -এর নির্দেশ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলেন।

৬৪. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَرَّقُوا كُلُّ مُمَرَّقٍ

৬৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে বলেছেন : রসূলুল্লাহ স. তাঁর একখানা পত্রসহ একজন লোককে পাঠালেন। তাকে তিনি পত্রটি বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা পত্রখানা খসরুর (ইরানের বাদশাহ) নিকট দিলেন। সে (খসরু) তা পড়ে ছিড়ে ফেলে দিল। (হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন,) আমার মনে হয় ইবনে মুসাইয়েব (এরপর আমাকে) বলেন যে, রসূলুল্লাহ স. এতে তাদেরকে একেবারে টুকরো টুকরো করে দেয়ার জন্য বদদোয়া করলেন।

৬৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَاتِبًا أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ .

৬৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একখানা পত্র লিখেছিলেন অথবা লেখার সংকল্প করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, তারা (ইরান ও রোম সম্রাটগণ) কোনো পত্র সিলমোহরযুক্ত না হলে পড়ে না। তাই তিনি রূপার একটি আংটি তৈরী করালেন। এতে ‘মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’ (শব্দদ্বয়) অংকিত ছিল। (আনাস বলেন) আমি যেন এখনও তাঁর হাতের আংটির উজ্জ্বলতা দেখছি। আমি (বর্ণনাকারী শু'বা) কাতাদাকে (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম, সে আংটির উপর ‘মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’ অংকিত থাকার কথা কে বলল? তিনি বললেন, ‘একথা আনাস বলেছেন।’

৮. অনুচ্ছেদ : মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের মধ্যে কোনো খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়া।

৬৬. عَنْ أَبِي وَقْدِنَ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ

قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِلَّا أَخْبِرْكُمْ عَنِ النَّفْرِ الثَّلَاثَةِ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَاتَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .

৬৬. আবু ওয়াকিদ লাইসী রা. থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ স. লোকজনসহ মসজিদে বসেছিলেন। এমন সময় তিনজন লোক এলো। তাদের দুজন রসূলুল্লাহ স.-এর দিকে এগিয়ে গেল এবং আর একজন চলে গেল। আবু ওয়াকিদ বলেন : ঐ দুজন রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে দাঁড়িয়ে রইল। পরে একজন সভা বৃত্তের মধ্যে খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়ল। আর অপরজন লোকদের পিছনে বসল। তৃতীয় ব্যক্তি পিছন ফিরে চলেই গেল। রসূলুল্লাহ স. অবসর পেয়ে বললেন, ‘আমি ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না কি? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় চাইল, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয়জন লজ্জা করল। আল্লাহও তার প্রতি (অনুগ্রহ করে) লজ্জা করলেন। (অর্থাৎ তাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করলেন না) আর তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (অর্থাৎ তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।)

৯. অনুচ্ছেদ : রসূলের বাণী : যাদের কাছে কারো মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী পৌঁছেছে তাদের অনেকে এমন কোনো কোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশী সংরক্ষণ করতে পারে যারা তা তাদের কাছে বহন করে এনেছে।

৬৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سَوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبْلَغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

৬৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু বাকরা) রসূলুল্লাহ স.-এর উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি [রসূলুল্লাহ স.] তাঁর উটের উপর বসলে একজন লোক তাঁর উটের লাগামের রশি ধরে থামিয়ে দিল। তিনি [রসূলুল্লাহ

স.] জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটা কোন্ দিন?’ আমরা চুপ করে থাকলাম, আর ধারণা করলাম যে, তিনি শীঘ্রই এ দিনের অন্য কোনো নাম বলবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটা কুরবানীর দিন নয় কি?’ আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ’। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটা কোন মাস?’ আমরা চুপ থাকলাম, আর ভাবলাম যে তিনি শীঘ্রই এর অন্য কোনো নাম বলবেন। তিনি বললেন, ‘এটা জিলহজ্জ মাস নয় কি?’ আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ’। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত (জান), তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের এ দিনের এ মাসের ও এ শহরের মতই মর্যাদাসম্পন্ন। এখানে উপস্থিত ব্যক্তির অনুপস্থিত লোকদের নিকট যেন এসব কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত তার চেয়ে বেশী সংরক্ষণকারীর নিকট পৌঁছাতে পারে।

১০. অনুচ্ছেদ : কোনো কিছু বলা ও করার পূর্বে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

এ সম্পর্কে সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই।”

আল্লাহ জ্ঞান দিয়েই সূচনা করেছেন। আর আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস। তারা জ্ঞানের ওয়ারিস হয়েছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করে সে প্রচুর সম্পদ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি কোনো পথে চলাকালে জ্ঞান লাভ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।’

আল্লাহ আরো বলেছেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই তাঁকে ভয় করে।”

وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ،

“আলেমগণই তা বুঝে।”

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،

“আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তবে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে গণ্য হতাম না।”

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

“যারা জানে আর যারা জানে না, উভয়ই কি সমান?” নবী স. বলেন, আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তিনি তাকে দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়।

আবু যর তার ঘাড়ের দিক ইংগিত করে বলেছেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী রাখ, তারপর আমি নবী স. থেকে শুনেছি এমন কোনো কথা তোমাদের তরবারী চালিয়ে দেয়ার পূর্বেই বলতে পারব বলে মনে করি, তবে তা অবশ্যই আমি বলে ফেলবো।

এ ব্যাপারে নবী স.-এর এ বাণীও রয়েছে :

“উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে সব কথা পৌছিয়ে দেয়।”

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, কুরআনে বর্ণিত رِبَانِينَ -এর رِبَانِينَ অর্থ জ্ঞানী, আলেম ও ইসলামী আইন বিশারদ। একথাও বলা হয়ে থাকে যে, যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দেন, তিনি রব্বানী।

১১. অনুচ্ছেদ : সাহাবীগণ যাতে বিরক্ত না হয়ে যান সেদিকে লক্ষ্য রেখে নবী স. তাদেরকে শিক্ষা দান ও উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে বিরতি দিতেন।

৬৮. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةِ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

৬৮. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদেরকে ক্লাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্য উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে কয়েকদিনের বিরতি দিতেন।

৬৯. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا.

৬৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমরা সহজ পস্থা অবলম্বন কর, কঠিন করে তুলো না। আর সুখবর দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।

১২. অনুচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তি দ্বারা জ্ঞানচর্চাকারীদের জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা।

৭০. عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِمَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

৭০. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ লোকদেরকে প্রতি বৃহস্পতিবার নসিহত করতেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আবু আবদুর রহমান (ইবনে মাসউদ)! আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে নসিহত করবেন বলে আমি আশা করি। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে এ বিষয়টা বাধা দেয় যে, আমি তোমাদেরকে ক্লাস্ত করতে পছন্দ করি না। নবী স. যেমন আমাদের ক্লাস্তির ভয়ে বিরতি দিতেন, তেমনই আমিও তোমাদেরকে নসিহত করার ব্যাপারে বিরতি দিয়ে থাকি।

১৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন।

৭১. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي،

وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ .

৭১. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমি মুআবিয়া রা.-কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, আমি (মুআবিয়া) নবী স.-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন। আর আমি বিতরণ করি এবং আল্লাহ দেন। আর এ উম্মত সর্বদা আল্লাহর হুকুমের ওপর কায়ম থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা কিয়ামতের আগমন পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

১৪. অনুচ্ছেদ : বিদ্যার ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধি অপরিহার্য।

৭২. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانِي بِجُمَارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مِثْلُهَا كَمِثْلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ .

৭২. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরের সাথে মদীনা যাই। তখন আমি তাঁকে রসূলুল্লাহ স.-এর মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় খেজুর গাছের ‘জুম্মার’ আনা হলো। তিনি বললেন, এমন এক প্রকার গাছ আছে যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের মত। আমি তখন এটাকে খেজুর গাছ বলতে চাইলাম। কিন্তু আমি ছিলাম সকলের ছোট। তাই চুপ করে থাকলাম। নবী স. বললেন, সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ।

১৫. অনুচ্ছেদ : জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক আকাংখা।

উমর রা. বলেছেন, নেতা হওয়ার পূর্বে জ্ঞান অর্জন কর।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, নেতা হওয়ার পরও (জ্ঞান অর্জন কর)। (কারণ) নবী স.-এর সাহাবীগণ তাঁদের বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞান অর্জন করেছেন।

৭৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأَحْسَدَ الْإِنْسَانُ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, নবী স. বলেন : শুধু দুটি ব্যাপারে হিংসা করা যায়। (এক) এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করার (লোকদেরকে) ক্ষমতা দেয়। (দুই) এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর সে তার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।

১৬. অনুচ্ছেদ : সমুদ্রের কূলে খিযিরের নিকট মূসার গমন ।

মহান কল্যাণময় আল্লাহ বলেছেন :

هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ -

“আমি (মূসা) কি তোমার (খিযির) সাথে থাকবো, যাতে করে আমাকে তোমার জ্ঞান শিক্ষা দেবে ?”

৭৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَىٰ هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَىٰ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ قَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَىٰ الَّذِي سَأَلَ مُوسَىٰ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقْيِهِ هَلْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَىٰ فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَىٰ لَا فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ بَلَىٰ عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَىٰ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَىٰ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَىٰ الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ... قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ .

৭৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত । তাঁর এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিসন্ আল-ফাজারীর মধ্যে মূসার সাথী সম্পর্কে মতভেদ হলো । ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তিনি হচ্ছেন ‘খিযির’ । এমন সময় উবাই ইবনে কাআব তাঁদের দুজনের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন । তখন ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে ডেকে বললেন, আমার এবং আমার এ সাথীর মধ্যে মূসার সাথী—যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পথের সন্ধান করেছিলেন—মতভেদ দেখা দিয়েছে । আপনি কি তাঁর সম্পর্কে নবী স.-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, “মূসা আ. বনী ইসরাঈলের কোনো এক সমাবেশে থাকাকালীন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কি আপনার চেয়ে কাউকে বেশী জ্ঞানী বলে জানেন ?’ মূসা আ. বললেন, ‘না’ । তখন আল্লাহ মূসা আ.-এর কাছে অহী পাঠালেন, হ্যাঁ (তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী হচ্ছে) আমার বান্দা ‘খিযির’ । মূসা আ. তাঁর সাথে দেখা করার জন্য পথের খোঁজ চাইলেন । আল্লাহ তাঁর জন্য মাছকে পথচিহ্ন স্বরূপ ঠিক করে দিলেন । আর তাঁকে বলে দেয়া হলো, যখন তুমি মাছটিকে হারিয়ে ফেলবে, তখন তার চলা পথের দিকে ফিরে আসবে; তাহলে তুমি তার সাক্ষাত পাবে । (এ নির্দেশ অনুযায়ী) মূসা

আ. সাগরে মাছটির পথচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর (এ অভিযানের) সাথী (ইউশা ইবনে নূন) তাঁকে বললো, ‘দেখুন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আর তার স্বরণ থেকে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।’ তিনি [মূসা আ.] বললেন, ওটিই তো আমরা সন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা দুজন তাঁদের পথচিহ্ন অনুসরণ করে এ সম্পর্কে বলাবলি করতে করতে ফিরে এলেন। তখন তাঁরা খিমিরকে পেলেন। এরপর আল্লাহ তাঁর কিতাব আল কুরআনে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তদনুযায়ী তাঁদের দুজনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটল।

১৭. অনুচ্ছেদ : নবী স.-এর বাণী : “হে আল্লাহ ! তুমি তাকে কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দাও।”

৭৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمِنَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ

৭৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ স. আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘হে আল্লাহ ! তুমি তাকে কিতাব শিক্ষা দাও।’

১৮. অনুচ্ছেদ : কখন ছোট ছেলের শোনা কথা সঠিক বলে গৃহীত হয় ?^৪

৭৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَيْنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ بَعْضِ الصَّفِّ وَارْسَلْتُ الْإِتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বালগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে রসূলুল্লাহ স. একবার মিনায় নামায আদায় করছিলেন। তাঁর সামনে কোনো আড় ছিল না। আমি সেই অবস্থায় এক গর্ভভীর ওপর চড়ে সেখানে এলাম। তারপর (নামাযের জামাআতের) কোনো এক সারির সামনে দিয়ে চলে গিয়ে গর্ভভীটিকে ছেড়ে দিলাম। ওটা ঘাস খেতে লাগল, আর আমি এক সারিতে ঢুকে পড়লাম। এরূপ কাজ করতে কেউ আমাকে নিষেধ করেনি।

৭৭. عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ .

৭৭. মাহমুদ ইবনে রবী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার স্বরণ আছে যে, নবী স. একটি বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে তা আমার মুখমণ্ডলের ওপর কুল্লি করে ফেলেছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।

৪. এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কোনো লোক তার বাল্যকালের কোনো কথা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বর্ণনা করলে তা সঠিক বলে গৃহীত হয়। কারণ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর বাল্যকালের ঘটনা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন এবং তা গৃহীত হয়েছে। এভাবে অনুচ্ছেদের শিরোনামার সাথে হাদীসটির সম্পর্ক পাওয়া যায়। যদিও ইবনে আব্বাস রা. কোনো শোনা কথা এখানে বলেননি, তবে হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় এ ধরনের বর্ণনাকে শোনা কথা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

১৯. অনুচ্ছেদ ৪ জ্ঞান লাভের জন্য বের হওয়া। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ এই যে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ মাত্র একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আনিসের নিকট (মদীনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত) এক মাসের পথ সফর করেন।

৭৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أَبِي نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُوسَى يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى أَثَرِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ.

৭৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিস্ন আল ফাজারীর মধ্যে মূসা আ.-এর সাথী সম্পর্কে মতভেদ হলো। এ সময় উবাই ইবনে কাআব তাঁদের দুজনের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে ডেকে বললেন, ‘আমার এবং এই আমার সাথীর মধ্যে মূসার সাথী—যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পথের সন্ধান করেছিলেন—সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আপনি কি তাঁর সম্পর্কে নবী স.-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি—‘মূসা আ. বনী ইসরাঈলের কোনো এক সমাবেশে থাকাকালীন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কি কাউকে আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী বলে জানেন?’ মূসা আ. বললেন, ‘না’। তখন আল্লাহ মূসার কাছে অহী পাঠালেন, ‘হ্যাঁ (তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী আছে) আমার বান্দা ‘খিযির’।’ মূসা আ. তাঁর সাথে দেখা করার জন্য পথের সন্ধান চাইলেন। আল্লাহ তাঁর জন্য মাছকে পথচিহ্ন স্বরূপ ঠিক করে দিলেন। আর তাঁকে বলে দেয়া হলো, ‘যখন তুমি মাছটিকে হারিয়ে ফেলবে, তখন তার চলা পথের দিকে ফিরে আসবে; তাহলে তুমি তার সাক্ষাত পাবে।’ (এ নির্দেশ অনুযায়ী) মূসা আ. সাগরে মাছটির পথচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর (এ অভিযানের) সাথী (ইউশা ইবনে নূন) তাঁকে বললো, ‘দেখুন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আর তার স্বরণ থেকে শয়তানই আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে।’

তিনি [মূসা আ.] বললেন, ওটিই তো আমরা সন্ধান করছিলাম। তারপর তারা দুজন তাদের পথচিহ্ন অনুসরণ করে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে ফিরে এলেন। তখন তারা খিযিরকে পেলেন। এরপর আল্লাহ তাঁর কিতাব আল কুরআনে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তদনুযায়ী তাদের দুজনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটল।

২০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞান লাভ করে এবং (অপরকে) জ্ঞান দান করে, তার মর্যাদা।

৭৯. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلَاءً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلِمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ -

৭৯. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন : যে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশ দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত মাটির ওপর বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির মত। যে মাটি পরিষ্কার ও উর্বর, তা ঐ পানি গ্রহণ করে অনেক ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর যে মাটি শুষ্ক, তা ঐ পানি ধরে রাখে। আল্লাহ তার সাহায্যে মানবজাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা নিজেরা পান করে, পশুদেরকে পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে। আর কিছু অনুর্বর মাটি থাকে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে না এবং ঘাসও উৎপন্ন করে না। এটাই হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং তাতে লাভবান হয়। আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। আর এটা সেই লোকেরও দৃষ্টান্ত, যে তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং আমাকে আল্লাহর যে পথনির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাও গ্রহণ করে না।

২১. অনুচ্ছেদ : জ্ঞানের বিদায় এবং মূর্খতার আগমন। রবীআহ বলেছেন, যার কিছুটা জ্ঞান আছে (তা অন্যকে দান না করে) নিজের অনিষ্ট করা তার পক্ষে শোভা পায় না।

৮০. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَنْتَبِتَ الْجَهْلُ ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيُظْهَرَ الزِّنَا .

৮০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন : কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে কয়েকটি এই : (আলোমগণের ইস্তেকালের মাধ্যমে) জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা জেকে বসবে, মদ পান করা হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।

৪১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الرِّثَاءُ ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقِيمُ الْوَاحِدُ .

৮১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস বলবো যা আমার পরে কেউ তোমাদেরকে বলবে না। (সেটা এই যে) আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞান কমে যাওয়া, মূর্খতা ও ব্যভিচার চালু হওয়া, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ।

২২. অনুচ্ছেদ : জ্ঞানের মর্যাদা।

৪২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى أَتَى لَارِىَ الرَّيِّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعِلْمُ

৮২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি—আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় (স্বপ্নে) আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেয়া হলো। আমি তা পান করলাম। এমনকি আমার নখের ভেতর থেকে তৃপ্তি বের হতে দেখলাম। তারপর আমি আমার বাকী দুধটুকু উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এ স্বপ্নের কি অর্থ করেছেন ? তিনি বললেন, ‘জ্ঞান’।

২৩. অনুচ্ছেদ : জানোয়ারের পিঠে অথবা অন্য কিছুর ওপর চড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফতওয়া দান করা।

৪৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَمْنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَتَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ إِرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জে মিনাতে লোকদের সামনে দাঁড়ালেন। তারা তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, আমি না জেনে কুরবানী করার আগেই মাথা কামিয়েছি। তিনি বললেন, (এখন) যবেহ করো, কোনো ক্ষতি নেই। তারপর অপর একজন এসে বললো, ‘আমি না জেনে কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করেছি।’ তিনি বললেন, এখন নিক্ষেপ

করো, কোনো ক্ষতি নেই। তারপর (ঐদিন) কোনো কাজ আগে বা পরে করার ব্যাপারে যে কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (এখন) করো, কোনো ক্ষতি নেই।^৫

২৪. অনুচ্ছেদ : মাথা ও হাতের সাহায্যে ইংগিত করে কতওয়া দান।

৪৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ .

৮৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-কে তাঁর হজ্জের সময় একটি প্রশ্ন করা হলো। প্রশ্নকারী বললো, ‘আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বেই কুরবানী করেছি।’ (এটা ঠিক হয়েছে কিনা?) রসূলুল্লাহ স. তাঁর হাতের সাহায্যে ইংগিত করে বললেন, ‘কোনো ক্ষতি নেই।’ (আর একজন) প্রশ্নকারী বললো, ‘আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়েছি।’ (এটা ঠিক হয়েছে কিনা?) রসূলুল্লাহ স. তাঁর হাতের সাহায্যে ইংগিত করে বললেন, ‘কোনো ক্ষতি নেই।’

৪৫. عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرَجُ، فَقَالَ هُكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَفَهَا كَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ.

৮৫. সালেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রা.-এর কাছে নবী স. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফেতনা দেখা দেবে এবং ‘হরজ’ বেশী হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে রসূলুল্লাহ! ‘হরজ’ কি?’ তিনি হাত দিয়ে (ইংগিতে) বললেন, ‘এরূপ’। তিনি নিজের হাত এমনভাবে চালালেন যেন তিনি হত্যা বুঝাতে চাচ্ছিলেন।

৪৬. عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تَصَلِّيَ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةٌ. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى عَلَانِيِ الْغَشْيِ فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيْتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ تَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَدْرِي أَى ذَلِكَ قَالَ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، يُقَالُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤَقِّنُ لَا أَدْرِي أَيَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ

৫. হানারী মতে এ ধরনের কাজে কাফ্যারা দিতে হবে। ‘ক্ষতি নেই’ অর্থ ‘গুনাহ নেই’।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجْتَبَيْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا
فَيَقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا
أَذْرِي أَى ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَذْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ

৮৬. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা রা.-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকদের কি হয়েছে?' তিনি আকাশের দিকে ইংগিত করলেন। (উদ্দেশ্য সূর্যগ্রহণ হচ্ছে দেখ) দেখলাম লোকেরা তখন দাঁড়িয়ে (সূর্যগ্রহণের) নামায পড়ছে! তিনি [আয়েশা রা. বললেন, 'সুবহানাল্লাহ']। আমি বললাম, 'এটা কি কোনো (শাস্তির) আলামত?' তিনি মাথা নেড়ে ইংগিত করলেন। অর্থাৎ 'হ্যাঁ'। আমি (নামাযে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন কি (অত্যধিক গরমের মধ্যে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে) আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলাম। তাই মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। (নামায শেষে) নবী স. আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন : আমাকে যা (পূর্বে) দেখান হয়নি তা এ জায়গায় দেখলাম। এমন কি জান্নাত এবং জাহান্নামও। এরপর আমার কাছে অহী এলো,—তোমাদেরকে কানা দাখ্খালের বিপদের অনুরূপ অথবা তার কাছাকাছি কোনো বিপদ দিয়ে কবরে পরীক্ষা করা হবে। আসমা থেকে হাদীসটির বর্ণনাকারিণী ফাতেমা ('অথবা' বলে সন্দেহ প্রকাশ করে) বলেছেন, কোন্ কথটা তিনি বলেছিলেন অনুরূপ না কাছাকাছি তা আমি জানি না। বলা হবে, তুমি এ লোকটি [অর্থাৎ মুহাম্মাদ স.] সম্পর্কে কি জান? তখন মুমিন বা নিশ্চিত বিশ্বাসী ব্যক্তি বলবে, ইনি মুহাম্মাদ স., ইনি আল্লাহর রসূল। তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ ও সঠিক পথনির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। আর আমরা তাঁকে মেনে নিয়েছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। ইনি মুহাম্মাদ, ইনি মুহাম্মাদ, ইনি মুহাম্মাদ।" তখন তাকে বলা হবে, "আরামে ঘুমাও; আমরা পূর্বেই জানতাম, তুমি এতে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে।" আর মুনাফিক বা সন্দেহপরায়ণ লোক বলবে, "আমি জানি না; লোকদেরকে কিছু বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।"

২৫. অনুচ্ছেদ : আবদুল কায়স গোত্রের দূতকে ঈমান ও জ্ঞান সংরক্ষণ করার এবং তাদের অন্যান্য লোকদেরকে খবর দেয়ার জন্য নবী স.-এর উৎসাহ প্রদান। মালেক ইবনে হুয়ায়রিস বলেন, নবী স. আমাদেরকে বলেছেন : তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দাও।

৮৭. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنْ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ أَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مِنَ الْقَوْمِ قَالُوا رِبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى، قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شَقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَى مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمَرْنَا بِأَمْرِ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ

أَرْبَعٌ ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحَدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحَدَهُ ، قَالُوا
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ ، وَتَعَطَّوْا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ،
 وَتَهَاكُمُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْفَتِ ، قَالَ شُعْبَةُ وَرَبِّمَا قَالَ النَّقِيرُ وَرَبِّمَا قَالَ
 الْمُقْبِرُ قَالَ أَحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وُءَاءَ كُمْ .

৮৭. আবু জামরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করছিলাম। তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আবদুল কোন্ গোত্রের লোক? তারা বললো, ‘রবীআ’। তিনি বললেন, শুভাগমন হোক এ গোত্রের কায়েস গোত্রের দূত নবী স.-এর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ দূত বা এ দূতের যারা (যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নয়, বরং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করায়) লাঞ্ছিত নয়, অনুতপ্ত ও নয়।” তারা বললো, আমরা দূর থেকে সফর করে আপনার কাছে আসি। আর আমাদের ও আপনার মাঝপথে রয়েছে এ কাফের গোত্র মুদার। আর আমরা আপনার কাছে পবিত্র মাস ছাড়া (অন্য সময়) আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে এমন কাজের হুকুম দেন, যা আমাদের অন্যান্য লোকদেরকে জানাতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো। তিনি তাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিলেন এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার হুকুম দিয়ে বললেন, তোমরা কি জান একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমানটা কী? তারা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসূল। আর যথারীতি নামায আদায় করা, যাকাত দেয়া এবং রযমানের রোযা রাখার (হুকুম দিলেন)। এছাড়া গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী) এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তিনি লাউয়ের শুকনা খোল, সবুজ কলসী ও আলকাতরা মাখান বাসন (ব্যবহার করতে) নিষেধ করলেন।

বর্ণনাকারী শু’বা বলেন, (বর্ণনাকারী) আবু জামরা কখনও কাষ্ঠপাত্রের কথা বলেছেন আবার কখনও ‘মুযাফ্ফাত’ শব্দের স্থলে ‘মুকাইয়ার’ শব্দ বলেছেন।

রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা এ বাণী সংরক্ষণ কর এবং তোমাদের অন্যান্য লোকদেরকে জানিয়ে দাও।

২৬. অনুচ্ছেদ : কোনো বিশেষ ব্যাপারে (জানবার জন্য) সফর করা।

۸۸. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِيَّاسٍ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ
 فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ
 أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرَ تَبْنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

৮৮. উকবা ইবনে হারিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাব ইবনে আযীযের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। জনৈক মহিলা তার কাছে এসে বললো, আমি উকবাকে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে দুধ খাইয়েছি। উকবা তাকে বললেন, আমি তো জানি না যে, তুমি আমাকে দুধ খাইয়েছ এবং তুমিও তা আমাকে জানাওনি। তখন তিনি উট চড়ে মদীনায গিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, একথা যখন বলাই হয়েছে, তখন কি করে (তাকে রাখবে?) উকবা তখন স্ত্রীকে পৃথক করে দিলেন। আর সে অপর এক ব্যক্তিকে বিয়ে করলো।

২৭. অনুচ্ছেদ : পালাক্রমে জ্ঞান অর্জন করা।

৮৯. عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاقَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرٍ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوَيْتُ فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَتَمُّ هُوَ؟ فَفَرَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطْلَفَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ لَا أَدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطْلَفْتَ نِسَائَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ .

৮৯. উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসার প্রতিবেশী বনু উমাইয়া ইবনে যাইদের পল্লীতে বাস করতাম। উক্ত পল্লী ছিল মদীনার আওয়ালী অঞ্চলে। আমরা পালাক্রমে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসতাম। একদিন সে আসত, একদিন আমি আসতাম। যে দিন আমি আসতাম সেদিনের অহী ইত্যাদির খবর আমি তাকে দিতাম। আর যেদিন সে আসতো, সেও ঐরূপ করতো। একবার আমার আনসার বন্ধু তার পালার দিন এসে আমার দরজায় জোরে ঘা দিল আর (আমার নাম নিয়ে) বললো, তিনি কি ওখানে আছেন? আমি ভয় পেয়ে তার সামনে বেরিয়ে এলাম। সে বললো, বিরাট ব্যাপার ঘটে গেছে। [রসূলুল্লাহ স. তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।] আমি তখন হাফসার কাছে গিয়ে দেখলাম সে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ স. কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বললো, আমি জানি না। তারপর আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, 'না'। তখন আমি বললাম, 'আল্লাহ আকবার'।

২৮. অনুচ্ছেদ : আপত্তিকর কোনো কিছু দেখলে উপদেশ ও শিক্ষাদানের সময় রাগান্বিত হওয়া।

৯০. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أَنْزِلَ الصَّلَاةَ مِمَّا يَطْوُلُ بِنَا فَلَنْ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ

يَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْفَرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৯০. আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললো, 'হে আল্লাহর রসূল ! অমুক লোক আমাদের (ইমামতি করতে গিয়ে) নামায দীর্ঘ করায় আমি (বিরক্ত হয়ে দেরী করে জামাআতে যোগদান করি বলে) নামায পাই না।' এতে নবী স.-কে উপদেশ দানকালে সেদিনের চেয়ে বেশী রাগান্বিত হতে আমি আর দেখিনি। তিনি বললেন : 'হে লোকেরা ! তোমরা (নামাযের জামাআতে যোগদান করার ব্যাপারে) বিরক্তি সৃষ্টি করে থাক। যে ব্যক্তিই লোকদের নামাযে ইমামতি করবে সে যেন তা সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও প্রয়োজনশীল লোক আছে।'

৯১. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ وَكَأَنَّهَا أَوْ وَعَاءٌ هَا وَعِفَاضَهَا ثُمَّ عَرَفُهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّتْ وَجْهُهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا , قَالَ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ .

৯১. যামেদ ইবনে খালিদ জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন : তার রশির পরিচয় ঘোষণা করো (বর্ণনাকারী বলেন,) অথবা তিনি রশির স্থলে পাত্রের কথা বলেছেন। তারপর একবছর পর্যন্ত তার পরিচয় ঘোষণা করতে থাক। এরপর (তুমি যদি অভাবগ্রস্ত হও তবে) তা ভোগ কর। (অভাবী না হলে দান করে দাও।) তবে যদি তার মালিক এসে পড়ে তাহলে তাকে তা দিয়ে দাও। সে বললো, হারানো উটের ব্যাপারে কি করতে হবে? এ প্রশ্নে তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর গাল দু'খানা লাল হয়ে গেল। (বর্ণনাকারী বলেন,) অথবা তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন : 'তোমার কি হয়েছে? আরে তার তো (পেটের ভেতর) পানির থলে আছে এবং পায়ের আবরণী আছে। সে পানি পান করতে থাকবে এবং গাছ খেতে থাকবে। কাজেই তাকে ছেড়ে দাও, এ সময়ের মধ্যে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। সে বললো, হারানো ছাগলের ব্যাপারে কি করতে হবে? তিনি বললেন : সেটা (তুমি নিলে) তোমার হবে অথবা তোমার (মালিক ভাই কিংবা অন্য) ভাই-এর হবে; অথবা (কেউ না নিলে) তা বাঘের পেটে যাবে।

৯২. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حَذَافَةٌ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مِّنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَّوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ স. আমাদের কোনো এক সফরে পিছনে রয়ে গেলেন। তিনি পরে এসে আমাদেরকে ধরলেন। আমরা আসরের নামায পিছিয়ে দিয়েছিলাম এবং অযু করতে গিয়ে পা মাসেহ করছিলাম। তখন তিনি উচ্চৈশ্বরে বললেন, পায়ের গোড়ালীর জন্য আগুনের শাস্তি হোক। একথাটা তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেন।

৩১. অনুচ্ছেদ : নিজের দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান করা।

৯৬. أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّنَ بِنَيْبِهِ وَأَمَّنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطْأُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَا كُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

৯৬. আবু বুরদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন : তিন প্রকার লোকের জন্য দুটি করে পুরস্কার রাখা হয়েছে। (১) আহলে কিতাবের (যারা তাদের নবী ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখে) যে ব্যক্তি তার নবীর প্রতি ও মুহাম্মাদের প্রতি বিশ্বাস রাখে। (২) যে অধীনস্থ দাস আল্লাহ ও তার প্রভুর হক আদায় করে। (৩) আর যে ব্যক্তি তার কৃতদাসীর সাথে যৌন মিলন করে, তাকে সুন্দরভাবে সৎগণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তোলে এবং সুন্দরভাবে তাকে সুশিক্ষা দান করে ; তারপর তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য দুটি করে পুরস্কার রয়েছে। তারপর (বর্ণনাকারী) আমের বলেন, 'আমি কোনো কিছু বিনিময় না নিয়ে তোমাকে তা দিয়েছি।'

৩২. অনুচ্ছেদ : নেতা কর্তৃক মহিলাদেরকে উপদেশ ও শিক্ষাদান।

৯৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطُ وَالْخَاتِمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৯৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে সাক্ষী রেখে বলছি; অথবা বর্ণনাকারী আতা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী স. বেলালকে সাথে নিয়ে বের হলেন। তিনি ভাবলেন যে, মহিলাদেরকে তিনি তার বাণী শুনাননি। তাই তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং সদকা করতে হুকুম দিলেন। মহিলাগণ এতে তাদের কানের অলংকার ও হাতের আংটি খুলে ফেলতে লাগল, আর বেলাল সেগুলো তার কাপড়ের অগ্রভাগে নিতে লাগলেন।

বর্ণনাকারী ইসমাইল আইউব থেকে এবং আইউব আতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : আমি নবী স.-কে সাক্ষী রেখে বলছি।

৩৩. অনুচ্ছেদ : হাদীসের প্রতি লোভ।

৯৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَاهُ رَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ .

৯৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বলা হলো, হে রসূলুল্লাহ ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআত পাওয়ার ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান ? রসূলুল্লাহ স. বললেন : হে আবু হুরাইরা! আমি মনে করি, তোমার পূর্বে আর কেউ আমাকে এ ব্যাপারে কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীসের প্রতি তোমার লোভ রয়েছে। আমার শাফায়াত লাভের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান যে তার অন্তর অথবা মন থেকে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে।

৩৪. অনুচ্ছেদ : দীনি জ্ঞান কিভাবে উঠিয়ে দেয়া হবে।

আবু বকর ইবনে হাযম এর কাছে উমর ইবনে আবদুল আযীয লিখেন : রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসগুলো লক্ষ্য করে লিখে ফেল। কারণ আমি দীনি জ্ঞান প্রকাশিত না হওয়া এবং দুনিয়া থেকে দীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিদায় নেয়ার ভয় করি। আর শুধু নবী স.-এর হাদীস গ্রহণ করা হবে। তারা যেন জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে এবং (জ্ঞান চর্চায়) বৈঠক করে। এর ফলে যে জ্ঞানে না তাকে যেন শিক্ষা দেয়া হয়। কেননা জ্ঞান গোপন না থাকলে নষ্ট হয় না। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকেও উল্লেখিত উমর ইবনে আবদুল আযীযের হাদীসটি জ্ঞানীজনদের বিদায় নেয়ার কথা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

৯৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে দীনি জ্ঞান নিয়ে নেন না, কিন্তু দীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের ইস্তিকালের মাধ্যমে জ্ঞান নিয়ে নেন। এমন কি যখন একজন জ্ঞানী লোকও থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদেরকে (নিজদের) নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর তাদেরকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করা হলে তারা না জানা সত্ত্বেও রায় দিয়ে দেয়। এতে তারা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে।

জারীরও অনুরূপ একটি হাদীস হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৫. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের জ্ঞান লাভের জন্য পৃথকভাবে কোনো একদিন ধার্য করা যাবে কিনা।

১০০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَ هُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مَنَكُنَّ امْرَأَةً قُدِّمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ .

১০০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহিলাগণ নবী স.-কে বললো, (আপনার কাছে সুবিধা আদায় করার ব্যাপারে) পুরুষেরা আমাদেরকে পরাজিত করে রেখেছে। কাজেই আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য একটা দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদেরকে একটি দিনের ওয়াদা করেন। সেই দিনে তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে উপদেশ ও আদেশ দিতেন। (একবার) তিনি তাদেরকে বলেছিলেন : “তোমাদের যে কোনো মহিলার তিনটি সন্তান হলে তা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে (বাঁচবার) পর্দা স্বরূপ হবে।” এতে একজন মহিলা বললো, ‘যদি দুটি সন্তান হয় ? রসূলুল্লাহ স. বললেন : “দুটি হলেও।”

আবু হুরাইরা রা. বলেন : (উল্লেখিত হাদীসে যে তিনটি সন্তানের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে) এমন তিনটি—যারা গুনাহ করার বয়স প্রাপ্ত হয়নি (অর্থাৎ বালগ হওয়ার পূর্বে মারা গিয়েছে।)

৩৬. অনুচ্ছেদ : কোনো কিছু শুনে না বুঝলে তা বার বার আলোচনা করে জেনে নেয়া।

১০১. أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حُسِبَ عَذَّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ .

১০১. (ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন :) নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. কোনো অজানা বিষয় শুনে তা (ভাল করে) না জানা পর্যন্ত বার বার সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন। (একবার) নবী স. বললেন : “যে ব্যক্তির কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।” আয়েশা রা. বললেন : “আমি (একথা শুনে) বললাম, মহামহিম আল্লাহ কি একথা বলেননি যে—তার কাছ থেকে সহজ হিসেব নেয়া হবে।” তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ স. বললেন, ‘সেটা হচ্ছে (গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য তার হিসেব) প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসেব পুংখানুপুংখরূপে কঠোরভাবে ধরা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।’

৩৭. অনুচ্ছেদ : উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে জ্ঞানের কথা পৌছিয়ে দেয়। ইবনে আব্বাস রা. একথা নবী স. থেকে (ওনে) বলেছেন।

১০২. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذَن لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنًا، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدُ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْصِدُ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذَنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا آذَنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٍو، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا تُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ .

১০২. আবু শুরাইহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আমার ইবনে সাঈদকে বলেন, তিনি তখন (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে লড়াই করার জন্য) মক্কায় সৈন্য পাঠাচ্ছিলেন— হে আমীর ! আমাকে অনুমতি দিলে আমি আপনাকে এমন একটি কথা বলবো যা রসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়ের দিন সকালে বলেছিলেন। আমার দুটি কান তা শুনেছে, আমার হৃদয় সেটাকে সুসংরক্ষিত করেছে এবং যখন তিনি সে কথা বলছিলেন তখন আমার চোখ দুটি সে দৃশ্য দেখেছে। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তুলুতি করার পর বললেন : আল্লাহই মক্কাকে নিষিদ্ধ এলাকা করে সম্মান দান করেছেন—মানুষ নয়। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে কোনো রক্তপাত করা এবং কোনো গাছ কাটা বৈধ নয়। যদি কেউ আল্লাহর রসূল সেখানে লড়াই করেছেন বলে এর অনুমতি দেয়, তবে বলে দাও যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদেরকে নয়। আর আল্লাহ আমাকে সেখানে দিনের এক ঘণ্টাকাল লড়াই করার অনুমতি দিয়েছেন। তারপর মক্কার নিষিদ্ধ এলাকা হওয়ার সম্মান গতকালের মত আজ আবার ফিরে এসেছে। আর উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে কথাগুলো যেন পৌছিয়ে দেয়।

আবু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, ‘আমর কি বলেছেন’ ? তিনি বললেন, আমার বলেছেন, “হে আবু শুরাইহ ! আমি তোমার চেয়ে বেশী জানি। হেরেম কোনো পাপী এবং হত্যা ও চুরি করে পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না।”

১০৩. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا إِلَّا

لِيُبْلِغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ ذَلِكَ إِلَّا هَلْ بَلَغْتَ مَرَّتَيْنِ .

১০৩. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন : “তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল”—মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বলেন, আমি ধারণা করি যে তিনি বলেছেন : “এবং তোমাদের বংশ তোমাদের এ শহরে তোমাদের এ দিনের মত মর্যাদাপূর্ণ। ওহে! তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে কথাগুলো পৌছিয়ে দাও।” আর মুহাম্মাদ বলতেন, রসূলুল্লাহ স. সত্য বলেছেন। তাঁর কথা ছিল— “ওহে আমি কি (সত্য) পৌছিয়ে দিয়েছি?” (একথা তিনি দু’বার বলেছেন)।

৩৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নবী স.-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করবে সে শুনাহগার হবে।

১০৪. رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَنَاهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلِجِ النَّارَ .

১০৪. রিবঈ ইবনে হারাশ বলতেন যে, তিনি আলী রা.-কে বলতে শুনেছেন, নবী স. বলেছেন : তোমরা আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করো না। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তাকে (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করতে হবে।

১০৫. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৫. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বলেন : আমি যুবায়েরকে বললাম, অমুক অমুক লোক যেমন হাদীস বর্ণনা করে, তোমাকে তো আমি রসূলুল্লাহ স. থেকে তেমন হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন, দেখ, আমি তাঁর (সংসর্গ) থেকে পৃথক হইনি। (কাজেই হাদীস তো আমি জানি) কিন্তু তাঁকে বলতে শুনেছি : “যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তাকে তার আসন আগুনের বানাতে হবে।”

১০৬. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسٌ أَنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

১০৬. আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত। আনাস রা. বলেছেন, আমাকে তোমাদের কাছে বেশী হাদীস বর্ণনা করতে বাধা দেয় নবী স.-এর একটি বাণী : “যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে রাখে।”

১০৭. عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৭. আকওয়াযর পুত্র সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি : “আমি যা বলিনি তা আমার ওপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে সে যেন আগুনের আসন ঠিক করে নেয়।”

১০৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ، وَمَنْ رَأَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াত (আবুল কাসেম) অনুযায়ী তোমাদের কুনিয়াত রেখ না। আর যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে অবশ্য আমাকেই দেখেছে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে রাখে।

৩৯. অনুচ্ছেদ : জ্ঞানের কথা লিখে রাখা।

১০৯. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلَىٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكَ الْأَسِيرِ وَلَا يَقْتُلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

১০৯. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী রা.-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি (বিশেষ) কোনো কিছু লিখিত আছে? তিনি বললেন, না—তবে আল্লাহর কিতাব অথবা মুসলিম ব্যক্তিকে দেয়া জ্ঞান অথবা এ পুস্তিকার মধ্যে যা কিছু আছে। তিনি (আবু জুহাইফা) বললেন : আমি বললাম, এ পুস্তিকায় কি আছে? তিনি [আলী রা.] বললেন, হত্যার ক্ষতিপূরণ (দীয়াত) ও বন্দী মুক্তি সম্পর্কীয় বিষয়, আর (একথা যে) কোনো মুসলিমকে (দারুল হরবের) কোনো কাফেরের হত্যার बदলে হত্যা করা হবে না।

১১০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِّنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتَحِ مَكَّةَ يَقْتِيلُ مِنْهُمْ قَتْلَوُهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوْ الْفِيلَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ كَذَا قَالَ أَبُو نَعِيمٍ الْقَتْلَ أَوْ الْفِيلَ وَغَيْرَهُ يَقُولُ الْفِيلُ وَسُلِطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي إِلَّا وَأَنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ إِلَّا وَأَنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ

شَجَرَهَا وَلَا تُلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَبْعَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ أَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَكْتُبُوا لِأَبِي فَلَنْ يَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْأَذْخَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا الْأَذْخَرَ إِلَّا الْأَذْخَرَ.

১১০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। বনী লাইস গোত্র খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করায় তারা (খুযাআ) তাদের (বনু লাইস) একজনকে মক্কা বিজয়ের বছরে হত্যা করলো। এ খবর নবী স. পেয়ে তার বাহনে চড়ে বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি বলেন, “আল্লাহ মক্কা (হারাম শরীফ) থেকে হত্যা অথবা হাতী রোধ করেছেন।”

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেনঃ আবু নাসিম (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) বলেছেন যে, বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া সন্দেহ করে বলেন, হত্যা অথবা হাতী তিনি ছাড়া অন্য সব বর্ণনাকারী ‘হাতী’ বলেন, ‘হত্যা’ বলেন না।

কিন্তু মক্কাবাসীদের ওপর রসূলুল্লাহ স.-কে ও মুমিনদেরকে জরী করা হয়েছে। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারও জন্য মক্কা (শহরে যুদ্ধ) বৈধ ছিল না। আর আমার পরেও কারও জন্য বৈধ হবে না। শোন, আমার জন্য ওটা একদিনের এক ঘণ্টাকাল বৈধ করা হয়েছিল। শোন, ওটা এ সময় অবৈধ—তথাকার কাঁটা ছাটা হবে না এবং গাছও কাটা হবে না। আর সেখানে পতিত বস্তু ঘোষণাকারী ছাড়া কারও পক্ষে কুড়ান হবে না। আর যদি কেউ নিহত হয়, তার সম্পর্কে দুই-এর কোনো একটা ব্যবস্থা করা হবে। হয় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্তপণ দেয়া হবে অথবা তাদেরকে কিসাসের (হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড) অধিকার দেয়া হবে। তখন ইয়ামনবাসী এক ব্যক্তি এসে বললো, হে রসূলুল্লাহ! আমাকে একথা লিখে দিন। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, তোমরা অমুকের বাপকে লিখে দাও। এরপর কুরাইশদের একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল স. ! ইযখির (ঘাস) বাদে। কারণ আমরা ওটা আমাদের ঘরে ও কবরে লাগাই। নবী স. বললেন, (আল্লাহ) ইযখির বাদে। (অর্থাৎ ইযখির ঘাস কাটা যাবে)।

১১১. أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১১১. আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী স.-এর সংগীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ছাড়া অন্য কেউ তাঁর থেকে আমার চেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনাকারী নেই। কেননা তিনি (আবদুল্লাহ) লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না।

সনদে উল্লেখিত বর্ণনাকারী ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ এর ন্যায় মা'মারও হাম্মাম থেকে আবু হুরাইরা রা-এর বরাতে দিয়ে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ انْتُونِي بِكِتَابٍ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوْا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قَوْمُوْا عَنِّي وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدِي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ .

১১২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী স.-এর রোগ যখন কঠিন হয়ে পড়লো তিনি বললেন : আমাকে লিখবার উপকরণ এনে দাও, আমি তোমাদের জন্য এমন এক লিপি লিখে দেই যার পরে তোমরা পথ হারাতে না। তখন উমর রা. বললেন, নবী স.-এর রোগ প্রবল হয়েছে। আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাবই রয়েছে। সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হলো এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া করা উচিত নয়।

ইবনে আব্বাস রা. তখন বলতে বলতে বের হলেন, আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাবের মাঝে উদ্ভূত পরিস্থিতি একটা বিপদই বিপদ।

৪০. অনুচ্ছেদ : রাতে জ্ঞান চর্চা করা এবং উপদেশ দান করা।

১১৩. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجْرِ قُرْبُ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ .

১১৩. উম্মে সালামা রা. বলেন, এক রাতে নবী স. ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন : সুবহানাল্লাহ (মহিমাময় আল্লাহ)! কত না গোলযোগ এ রাতে নাশিল করা হলো, আর কত ভাঙারই না খোলা হলো। ঘরের মহিলাদেরকে জাগিয়ে দাও। কেননা দুনিয়াতে পোশাক পরিহিতা বহু নারী আখেরাতে উলঙ্গিনী হবে।

৪১. অনুচ্ছেদ : রাতে জ্ঞানের কথা বলা।

১১৪. اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ فِيْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ اَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَاِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَنْقُى مِنْهُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ .

১১৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, নবী স. তাঁর শেষ জীবনে একবার আমাদের এশার নামায পড়ালেন। সালাম ফিরায়ে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন : দেখো ! বর্তমানে যারা দুনিয়ায় আছে, তোমাদের এ রাত থেকে একশ বছরের মাথায়, তাদের কেউ বেঁচে থাকবে না।

১১৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَثُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيْمُ أَوْ كَلِمَةً تَشْبِيهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

১১৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে আমি আমার খালা নবী স.-এর স্ত্রী মাইমুনা বিনতে হারিসের ঘরে শুয়ে ছিলাম। আর নবী স. ঐ রাতে তাঁর কাছে ছিলেন। নবী স. এশার নামায পড়ে তাঁর ঘরে গেলেন এবং সেখানে চার রাকআত নামায পড়লেন। তারপর তিনি ঘুমালেন। এরপর তিনি উঠে বললেন, ‘বাচ্চাটা (বা ঐরূপ কোনো শব্দ) ঘুমিয়ে পড়েছে’। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বাম দিকে দাঁড়িলাম। তিনি আমাকে তাঁর ডানদিকে সরিয়ে এনে পাঁচ রাকআত নামায পড়লেন। তারপর দুই রাকআত পড়লেন। তারপর তিনি ঘুমালেন। এমনকি আমি তাঁর সামান্য নাক ডাকা শুনলাম। তারপর তিনি (ফজরের) নামায পড়তে বের হয়ে গেলেন।

৪২. অনুচ্ছেদ : জ্ঞান সংরক্ষণ করা।

১১৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا آيَاتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُونَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُنْزِلَنَا مِنَ النَّبِيِّتِ وَالْهُدَى إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمِ (البقرة : ১৫৯-১৬০) إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ .

১১৬. আবু হুরাইরা রা. বলেছেন : লোকে বলে; আবু হুরাইরা বহু হাদীস বর্ণনা করে। যদি আল্লাহর কুরআনে দুটি আয়াত না থাকতো তবে আমি একটা হাদীসও বর্ণনা করতাম না। তারপর তিনি পড়েন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُنْزِلَنَا مِنَ النَّبِيِّتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهٗ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

“আমি যেসব সুস্পষ্ট যুক্তি ও পথনির্দেশ নাযিল করেছি সে সবগুলো কিতাবে (কুরআনে) লোকের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করার পরেও যারা সেগুলো গোপন রাখে, তাদেরকেই আল্লাহ অভিসম্পাত দেন এবং অভিসম্পাতদানকারীগণ অভিসম্পাত দেয়। কিন্তু যারা তাওবা করে, আত্মসংশোধন করে এবং (সব কথা) প্রকাশ করে দেয় আমি তাদের (ক্ষমার) উদ্দেশ্যে ফিরে আসি। আর আমি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।” আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে বেচা-কেনায় মগ্ন থাকতেন, আর আনসার ভাইয়েরা তাদের আর্থিক কাজ-কারবারে মশগুল থাকতেন। কিন্তু আবু হুরাইরা পেট ভরলেই সবসময় রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে থাকতো। যে ব্যাপারে অপর লোকেরা হাযির থাকতো না, সে তাতে হাজির থাকতো এবং অন্যরা যা মুখস্ত করতো না সে তা মুখস্ত করতো।

১১৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَسَاءً قَالَ : ابْسُطْ رِدَائَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ : فَعَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ضَمَّ فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ.

১১৭. আবু হুরাইরা রা. বলেছেন : আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই’। তিনি বললেন, ‘তোমার চাদর মেলে ধর’। আমি তা মেলে ধরলাম। তারপর তিনি দু’ হাত দিয়ে অঙ্গুলী করে (চাদরের মধ্যে) ঢাললেন। এরপর তিনি বললেন, ‘ওটাকে (বুকে) লাগাও’। আমি তা লাগালাম। এরপর থেকে আমি আর কিছুই ভুলিনি।

ইমাম বুখারী তাঁর উস্তাদ ইবরাহীম ইবনে মুনযিরের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, ইবনে আবু ফুদাইক এ হাদীসটিকে ইবনে আবী যিব থেকে বর্ণনা করে বিদیه এর فغرف بفیده বলেছেন।

১১৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَائِنَ فَمَا أَحَدُهُمَا فَبَيَّنْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَيَّنَّنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْعُومُ مَجْرَى الطَّعَامِ.

১১৮. আবু হুরাইরা রা. বলেন : আমি রসূলুল্লাহ স. থেকে দু’পাত্র জ্ঞান স্মরণ রেখেছি। তার একটি আমি প্রকাশ করেছি, আর অপর পাত্রের কথা এমন যে, যদি আমি তা প্রকাশ করি তবে এই গলা কাটা যাবে।

ইমাম বুখারী র. বলেন : মূল হাদীসের بلعوم শব্দের অর্থ ‘খাদ্য নালী’।

৪৩. অনুচ্ছেদ : জ্ঞানীগণের জন্য লোকদেরকে চুপ করানো।

১১৯. عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

১১৯. জারীর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. তাকে বিদায় হজ্জে বললেন, ‘লোকদেরকে চূপ করাও’। তারপর তিনি বললেন, ‘আমার পরে তোমরা একে অপরের গলা কাটা-কাটি করে আবার কাফের হয়ে যেও না’।

৪৪. অনুচ্ছেদ : কোনো আলেমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, কে বেশী জ্ঞান রাখে ? তবে জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়া তার জন্য উত্তম।

১২০. عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يُرِدِ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ: قَالَ، يَارَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمَلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَأَنْطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يَوْشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَأَنْطَلَقَا بِقِيَّةٍ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِمُوسَى لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَاةً لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسَاءً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ: تَسَجًى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنْتَى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ أَنَا مُوسَى؟ فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ، قَالَ هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا، قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، يَا مُوسَى! إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَمْنِيهِ، لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ عِلْمِكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، فَأَنْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمُ أَنْ

يَحْمِلُوهُمَا فَعَرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ
السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقَرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ
عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَنَقْرَةٍ هَذِهِ الْعُصْفُورُ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ
الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ
عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
صَبْرًا قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا قَالَ فَكَانَتْ
الْأُولَى مِنْ مُوسَى نَسْيَانًا ، فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ فَآخَذَ
الْخَضِرُ رَأْسَهُ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ، قَالَ ابْنُ عُبَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ ،
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ نِ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَاقَامَهُ فَقَالَ لَهُ
مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقْصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا .

১২০. সাঈদ ইবনে যুবাইর রা. বলেছেন : আমি ইবনে আক্বাস রা.-কে বললাম, নউফ আল বাকালী মনে করে যে, [খিযির আ.-এর এ কাহিনীতে বর্ণিত] মুসা বনী ইসরাঈলের কথিত মুসা নয়, সে অন্য মুসা। ইবনে আক্বাস রা. বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবনে কাআব আমার কাছে নবী স. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [নবী স.] বলেন : মুসা আ. বনী ইসরাঈলের সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কোন ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী?’ তিনি বললেন, আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী। এতে আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করলেন। কারণ তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেননি, তারপর আল্লাহ তাঁকে ওহী যোগে জানালেন, সাগরের সংগমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, তিনি তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। মুসা আ. বললেন, প্রভু আমার! আমি কিভাবে তাঁর সাথে দেখা করতে পারি? তখন তাঁকে বলা হলো, একটি থলীতে একটি মাছ রাখ। যেখানে তুমি ঐ মাছ হারাবে সেখানেই সে থাকবে। তারপর তিনি তাঁর সাথী ইউশা ইবনে নুনকে সাথে নিয়ে চললেন। আর থলেতে একটি মাছ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে বড় পাথরের চটানে পৌঁছলেন এবং সেখানে মাথা রেখে ঘুমালেন। মাছটি থলি থেকে বের হয়ে সাগরে সুড়ঙ্গ করে সোজা পথ ধরলো। মুসা আ. ও তাঁর সাথীর জন্য এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছিল। তারপর তাঁরা বাকী দিন ও রাতভর চললেন। পরের দিন ভোরে মুসা আ. তাঁর সাথীকে বললেন, নাশতা আনতো; আমাদের এ সফরে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মুসা আ.-কে যে

স্থানের কথা বলা হয়েছিল সেই স্থান অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি। তাঁর সাথী তাঁকে বললো, দেখুন আমরা যখন পাথরের চটানে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি তখন মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মূসা আ. বললেন, ঐ স্থানই তো আমরা খোঁজ করছিলাম। তারপর তারা উভয়ে নিজের পদচিহ্ন ধরে ফিরে এলেন। যখন তাঁরা ঐ পাথরের চটানে পৌঁছলেন, দেখলেন এক ব্যক্তি কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা আ. সালাম দিলেন। খিযির আ. বললেন, তোমার এদেশে সালাম কোথায়? মূসা আ. বললেন, আমি মূসা। খিযির আ. বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি [মূসা আ.] বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছুটা আমাকে শিক্ষা দেবেন, এ উদ্দেশ্যে আমি কি আপনার অনুসরণ করবো?' তিনি (খিযির) বললেন, 'তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আমি তার জ্ঞান রাখি। তুমি তা জান না। আর তোমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আমি তা জানি না। মূসা আ. বললেন, আল্লাহ চাহতো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো ব্যাপারে আপনার অবাধ্য হবো না। তারপর তারা দু'জনে সাগরের পাড় দিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁদের কোনো নৌকা ছিল না। ঐ সময় তাদের কাছ দিয়ে একখানা নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাতে তাঁদেরকে তুলে নেয়ার জন্য নৌকার লোকদেরকে বললেন। খিযির আ. পরিচিত ছিলেন বলে তারা বিনা ভাড়ায় তাঁদেরকে তুলে নিল। তারপর একটা চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির কিনারায় বসলো এবং একবার কি দু'বার সাগরে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। তখন খিযির আ. বললেন, হে মূসা! তোমার ও আমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এ চড়ুই পাখীর ঠোঁটে সাগরের পানির চেয়েও কম। খিযির আ. নৌকাটির একখানা তক্তার দিকে গেলেন এবং তা টেনে খুলে ফেললেন। মূসা আ. বললেন, এরা বিনা পারিশ্রমিকে আমাদেরকে তুলে নিয়ে এলো; আর আপনি তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য তাদের নৌকা ছিন্ন করে দিলেন। তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না? মূসা আ. বললেন, আমি ভুল করেছি বলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আর আমার ব্যাপারে আপনি আমার প্রতি বেশী কঠোর হবেন না। মূসা আ.-এর প্রথম প্রতিবাদটা ভুলবশতঃ হয়েছিল। তারা আবার চললেন, দেখলেন একটি ছেলে অন্য ছেলেদের সাথে খেলা করছে। তখন খিযির আ. তার মাথার উপরের দিক নিজ হাতে ধরে তা (শরীর থেকে) ছিন্ন করে ফেললেন। এতে মূসা আ. বললেন, আপনি কোনো জীব হত্যার বিনিময় ছাড়া একটা নিরুপরাধ জীবকে হত্যা করলেন? তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকতে পারবে না?'

ইবনে উয়াইন্যা বলেন : খিযির আ.-এর একথার মধ্যে 'তোমাকে' শব্দ থাকায় এটা বেশী জোরাল হয়েছে।

তারা আবার চলতে চলতে এক গ্রামে পৌঁছলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের কাছে খাদ্য চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তাঁরা দেখতে পেলেন যে, একটা দেয়াল খসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। খিযির আ. নিজ হাতে সেটাকে সোজাভাবে খাড়া করে দিলেন। মূসা আ. বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তো এর জন্য মজুরী নিতে পারতেন। তিনি বললেন, এবার আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ। নবী স. বললেন, "মূসাকে আল্লাহ রহম করুক। আমাদের কতই না ভাল লাগত যদি তিনি ধৈর্য ধরতেন। আর আল্লাহ আমাদের কাছে তাঁদের দুজনের আরও ব্যাপার বর্ণনা করতেন।"

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ বলেন : এ হাদীসটি আমার কাছে আলী ইবনে খাশরাম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৫. অনুচ্ছেদ : কোনো আলেমকে বসা (অবস্থায়) কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করার বর্ণনা।

১২১. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

১২১. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর পথে লড়াইটা কি ? আমাদের কেউ তো রাগের বশবর্তী হয়ে লড়াই করে, আবার কেউ (নিজ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের) জিদ ধরে লড়াই করে।

রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ স. তার দিকে মাথা উত্তোলন করে তাকালেন। তিনি মাথা উত্তোলন করে তার দিকে তাকাতেন না যদি লোকটি দাঁড়ানো না থাকতো। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহর বাণী বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যে লড়াই করে তার লড়াই আল্লাহর পথে হয়।

৪৬. অনুচ্ছেদ : হজ্জে কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় প্রশ্ন করা এবং ক্ষতওয়া দান করা।

১২২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْتَلُّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ إِرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ آخِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ أَنْحَرَ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ إِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

১২২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী স.-কে হজ্জে কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় দেখলাম তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কংকর নিষ্ক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কংকর নিষ্ক্ষেপ করো, কোনো ক্ষতি নেই। আর একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়েছি। তিনি বললেন, কুরবানী করো, কোনো ক্ষতি নেই। তারপর কোনো কাজ আগে বা পরে করার যে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, করো, কোনো ক্ষতি নেই।

৪৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী, “তোমাদেরকে খুব কমই জ্ঞান দান করা হয়েছে।”

১২৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرْبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفْسِي مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنْ

الرُّوحَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ بِشَىْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هِيَ كَذَا فَيَقْرَأْنَهَا وَمَا أُوتُوا.

১২৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি একবার মদীনার পতিত জায়গার মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে চলছিলাম। তিনি খেজুরের একটা ডালের উপর ভর দিয়ে চলতে চলতে কয়েকজন ইয়াহুদীর কাছ দিয়ে গেলেন। তারা একে অপরকে বললো, তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তাদের কেউ কেউ বললো, ‘তাঁকে জিজ্ঞেস করো না’। যা তোমরা পসন্দ করো না—এমন কোনো কিছু হয়ত তিনি বলে ফেলতে পারেন। আবার কেউ বললো, ‘আমরা তাঁকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো’। তখন তাদের একজন উঠে জিজ্ঞেস করলো, ‘হে আবুল কাসেম ! রুহ কি জিনিস’ ? তিনি চুপ থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, নিশ্চয়ই তাঁর নিকট অহী আসছে। কাজেই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন অহীর অবস্থা চলে গেল, তিনি বললেন : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ الْأَقْلِيلَ يَ আমার রবের হুকুমের সৃষ্টি বিশেষ। আর তাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

আমাস বলেন : এ আয়াতে وَمَا أُوتِيَتْ وَمَا أُوتُوا এর স্থলে আমাদের কিরাআতে পড়া হয়।

৪৮. অনুচ্ছেদ : কোন্ ব্যক্তি অনেক কথা কম মেধাবী লোকদের কাছে এ আশংকায় বলেননি যে, তারা তা বুঝতে পারবে না। আরও বেশী ভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারে।

١٢٤. عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَأَنَّهُ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثْتُكَ فِي الْكُفْبَةِ قُلْتُ قَالَ لِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكَفَرٍ لَنَقَضْتُ الْكُفْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

১২৪. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবনে যুবাইর আমাকে বললেন যে, আয়েশা তো তোমার কাছে অনেক হাদীস গোপনে বলে থাকেন। আচ্ছা তিনি তোমার কাছে কা’বা সম্পর্কে কি হাদীস বর্ণনা করেছেন ? আমি বললাম, তিনি (আয়েশা) আমাকে বলেছেন যে, নবী স. বললেন, ‘হে আয়েশা ! যদি তোমার বংশীয় লোকেরা কুফরের নিকটবর্তী যুগের (নও-মুসলিম) না হতো, ইবনে যুবাইর বলেন, কুফরী থেকে সবেমাত্র ফিরে না আসতো, তাহলে আমি কা’বা ঘর ভেঙ্গে দুটি দরজা তৈরী করে দিতাম। যাতে

করে এক দরজা দিয়ে লোকেরা প্রবেশ করতো এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হতো। [আয়েশা রা. বলেন,] ইবনে যুবাইর এ কাজ করেছেন।

রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী حَدِيثٌ عَنْهُمْ এর পরে كُفِّرَ শব্দটিও আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসওয়াদ শব্দটি ভুলে যাওয়ায় ইবনে যুবাইর রা. তা বলে দিয়েছেন।

৪৯. অনুচ্ছেদ : এক সম্প্রদায়কে ছেড়ে অপর সম্প্রদায়কে এ ধারণায় বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা যে, তা না করলে তারা বুঝতে পারবে না। আলী রা. বলেছেন, তোমরা লোকদেরকে এমন কথা বলো যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি ভাল মনে করো যে, আল্লাহ ও রসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হোক ?

১২৫. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذَ رَدِيفَهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِذَا يَتَكَلَّمُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتُمًا.

১২৫. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস ইবনে মালেক রা. হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী স.-এর সাথে মুআয একবার এক উটের পালানের ওপর পিছন ধারে বসেছিলেন। তিনি বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! তিনি (মুআয) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার খেদমতে এবং সাহায্যে হাযির আছি। আবার তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, হে মুআয ! তিনি (মুআয) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার খেদমতে ও সাহায্যে হাযির আছি। তিনি বললেন, হে মুআয ! তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনার খেদমতে ও সাহায্যে হাযির আছি। তিনবার (এরূপ বলা হলো)। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, যে কেউ সত্যিকারভাবে অন্তর দিয়ে একথা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ (বা মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম হারাম করে দেন। তিনি (মুআয) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি কি একথা লোকদের জানিয়ে দেব না ? তারা এ সুখবরে আনন্দ পাবে। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, তাহলে তো তারা এর ওপরই ভরসা করবে। মুআয তাঁর মৃত্যুকালে (জ্ঞান গোপন রাখার গুনাহের ভয়ে) এ হাদীসটি (বিশেষ মহলে) প্রকাশ করেন।

১২৬. عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ إِلَّا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا.

১২৬. আনাস রা. বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী স. মুআয রা.-কে বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করে যে, সে তাঁর সাথে কোনো

কিছুকে শরীক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করে। মুআয বললেন, আমি কি লোকদের এ সুখবর দেব না ? তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, 'না', তারা একথার ওপর ভরসা করবে বলে আমি ভয় করছি।'

৫০. অনুচ্ছেদ : জ্ঞানার্জনে লজ্জা।

এ ব্যাপারে মুজাহিদ বলেন, লাজুক ও অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। আয়েশা রা. বলেন, আনসারী মহিলাবন্দ কত চমৎকার ! দীন ইসলামের গভীর জ্ঞান লাভের ব্যাপারে তাদেরকে লজ্জা বাধা দেয় না।

১২৭. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْتَحَلَّمِ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فِيمَ يُشَبِّهُهَا وَلَدَهَا .

১২৭. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উম্মে সুলাইম রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ সত্যের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। আচ্ছা, স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে তার ওপর গোসল ফরয হয় কি ? নবী স. বললেন, হ্যাঁ, যখন সে পানি দেখে। উম্মে সালামা রা. (লজ্জায়) নিজের মুখ ঢেকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'—তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক—(তাদের স্বপ্নদোষ না হলে) তাদের সম্ভান তাদের মতো কিরূপে হয় ?

১২৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مِثْلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا .

১২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, এমন গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। সেটা মুসলিমের উদাহরণ। আমাকে বলতো সেটা কী গাছ ? লোকেরা জঙ্গলের গাছপালা সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলো, আর আমার মনে উদয় হলো যে, সেটা খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি লজ্জাবোধ করছিলাম।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! সে (গাছ) সম্পর্কে আমাদেরকে বলে দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ বললেন, আমি আমার মনের উক্ত কথা আমার পিতার কাছে বললাম। তিনি বললেন, আমার এত এত সম্পদ হওয়ার চেয়ে তোমার ঐ কথাটা বলে দেয়াই আমার কাছে বেশী প্রিয় ছিল।

৫১. অনুচ্ছেদ : নিজে লজ্জাবোধ করে অন্যকে প্রশ্ন করার হুকুম করা ।

১২৯. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ .

১২৯. আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমার (যৌন উত্তেজনার দরুন) বেশী ময়ি বের হতো । তাই মিকদাদ রা.-কে নবী স.-এর নিকট (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করতে হুকুম দিলাম । তিনি তাঁকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলে তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন : ও ব্যাপারে অযু করতে হবে ।

৫২. অনুচ্ছেদ : মসজিদে জ্ঞানের কথা ও ফতওয়া বর্ণনা করা ।

১৩০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَهْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْلِفُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيَهْلِفُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحَفَةِ، وَيَهْلِفُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، وَيَهْلِفُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত । এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! হজ্জের জন্য কোন্ স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে আপনি আমাদেরকে আদেশ করেন ? রসূলুল্লাহ স. বললেন, মদীনাবাসী যুল ছলাইফা থেকে, সিরিয়াবাসী জুহফা থেকে এবং নজদবাসী কর্ন থেকে ইহরাম বাঁধবে । ইবনে উমর বলেন : সাহাবীগণ বলে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন যে, ইয়ামনবাসী ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে । ইবনে উমর রা. বলেন : কিন্তু একথা আমি রসূলুল্লাহ স. থেকে বুঝে নেইনি ।

৫৩. অনুচ্ছেদ : প্রশ্নকারীকে তার প্রশ্নের চেয়ে বেশী জবাব দান করা ।

১৩১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الثَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكُعْبَيْنِ .

১৩১. ইবনে উমর রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে [রসূলুল্লাহ স.-কে] জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম কি পরবে ? তিনি বললেন, সে-কুর্তা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি বিশিষ্ট লম্বা জামা ও অরস বা জাফরান রঞ্জিত কাপড় পরবে না । আর যদি জুতা না পায় তবে চামড়ার মোজা পরবে এবং তা এমনভাবে কেটে নিবে যেন তা পায়ের পিঠের উঁচু হাড়ের নীচে থাকে ।